ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২২৭২
আগরতলা,২০ সেপ্টেম্বর,২০১৮

রাজ্যের নতুন সরকারের গৃহীত কর্মসূচি রূপায়ণে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সহায়তা চাইলেন

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম স্বরাজ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরায় যেসব কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে তার অগ্রগতি তুলে ধরেন। যে সমস্ত প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন সেগুলি হলো :

১) আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য অভিযান (এ বি - পি এম জে এ ওয়াই)
২) প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা (পি এম ইউ ওয়াই) / (উজ্জ্বলা)
৩) পি এম সহজ বিজলি হর ঘর যোজনা (সৌভাগ্য)
৪) উন্নত জ্যোতি - এল ই ডি (উজালা)
৫) জনধন অ্যাকাউন্টস (পি এম জে ডি ওয়াই)
৬) প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বীমা যোজনা (পি এম জে জে বি ওয়াই)
৭) প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা (পি এম এস বি ওয়াই)
৮) এম জি এন রেগা

মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় এ সমস্ত প্রকল্পের সুষ্ঠ বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ চেয়েছেন এবং ত্রিপুরার উন্নয়নে নিরন্তরভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী পুনরায় দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। ত্রিপুরার যে সমস্ত ক্ষেত্রে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে এবং রাজ্যের মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন এমন যে সমস্ত বিষয়ে জোর দিয়ে রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য রাজ্য সরকার সম্প্রতি যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি, উদ্যান পালন এবং মৎস্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই তিনটি ক্ষেত্রে সাফল্য পেলে রাজ্যের বাৎসরিক পাঁচ হাজার কোটি টাকার মতো সাশ্রয় হবে।

প্রধানমন্ত্রীর ‘নতুন ভারত’ ভিশনের অনুকরণে নতুন ত্রিপুরা গঠনের যে দিশা নেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী তা পুনরায় উল্লেখ করেন। রাজ্যের নতুন সরকারের এই কর্মসূচি রূপায়ণে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সহায়তা চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এই আত্মপ্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে বিজেপি কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় জায়গায় ক্ষমতায় থাকায় কেন্দ্রের পূর্ণ সহযোগিতায় রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে নেওয়া এই দিশা সহজেই পূর্ণতা পাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্য সরকারের গৃহীত এই উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন ও রাজ্য সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

নীতি আয়োগ বর্তমানে চলা ৮১টি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য স্পেশাল প্ল্যান এসিস্টেন্স হিসেবে ত্রিপুরাকে ৩৫৮.৭০ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য যে সুপারিশ করেছে তা মঞ্জুর করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন। ভিশন ডকুমেন্টে ত্রিপুরার জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিশেষ সহায়তা হিসেবে ত্রিপুরাকে ১৫০০ কোটি টাকা দেওয়ার বিষয়টি নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ইতিবাচক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

***২-এর পাতায়

‘নেশামুক্ত ত্রিপুরা’ প্রচারাভিযানের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে ড্রাগের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত রাখার জন্য রাজ্য সরকার সম্প্রতি যে প্রয়াস নিয়েছে সে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন। এই বিষয়টি সফল করার জন্য রাজ্য সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, চলতি বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে ৪৫ হাজার কেজি কেনাবীস (cannabis), ৮৮ হাজার কফ সিরাপের বোতল, ১.৪৮ লক্ষ ট্যাবলেট, ২৫০০ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ১.৬৯ কোটি গাঁজা গাছের চারা ধ্বংস করা হয়েছে। কেনাবীসের চাষ যে সমস্ত জায়গায় হতো সেখানে বন, কৃষি, উদ্যান পালন ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহায়তায় বিকল্প আয়ের যে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সে সমস্ত বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অবহিত করেন। কেনাবীসের চাষ থেকে লোকজনদের দূরে রাখার জন্য রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ চেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে নেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং ‘নেশামুক্ত ত্রিপুরা’ অভিযানে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

*****